তাবাররুকের বরকত

10-October-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী যখন পরস্পর সাক্ষাত করে এবং হাত মেলায় আর **নবী** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৩/৯৫, হাদীস নং-২৯৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা **"তাবাররুকের বরকত"**, তাবাররুকের প্রমাণে কোরআনের ঘটনাবলী, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র তাবাররুকের সম্মানের ঘটনাবলী, তাবাররুকের সম্মানের উপকারীতা এবং তাবাররুকের প্রতি বেআদবীর ক্ষতি সম্পর্কে শুনবো। আসুন! প্রথমেই তাবাররুকের বরকত সম্বলিত একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি। যেমনিভাবে-

হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জামার মাধ্যমে শিফালাভ

সূরা ইউসুফে **আল্লাহ পাকের** সম্মানিত নবী হযরত ইয়াকুব এবং হযরত ইউসুফ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে: যখন হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সৎ ভাইয়েরা ধোকা দিয়ে কুপে নিক্ষেপ করলো এবং কিছু ব্যবসায়ী তাঁকে কুপ থেকে বের করে মিশরে নিয়ে গেলো আর সেখানে বিক্রি করে দিলো, তখন হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর সন্তান হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বিচ্ছেদে খুবই দুঃখ পেলেন এবং এই দুঃখে কান্না করার কারণে তার দৃষ্টিশক্তি প্রভাবিত হয়েছে জানতে পেরে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর মুবারক জামা তাবাররুক হিসেবে

তাঁর সম্মানিত পিতার জন্য পাঠালেন এবং যা বললেন তা কোরআনে পাকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ১৩তম পারা সূরা ইউসুফের ৯৩নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِذْهَبُوْا بِقَمِیْصِیْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِیْ یَاْتِ بَصِیْرًا ۚ

(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার এই জামা নিয়ে যাও, এটা আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখে দিও, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।

যখন ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ভাইয়েরা এই জামাটি হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর চেহারায় লাগালো তখন কি হলো, তা কয়েকটি আয়াতের পর এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: সাথেসাথেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। সুতরাং **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে মজীদের ইরশাদ করেন:

فَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَ الْبَشِیْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِیْرًا ۚ

(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হলো, তখন সে জামাটি ইয়াকুবের মুখমন্ডলের উপর রাখলো। তখনই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসলো।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে লিপিবদ্ধ রয়েছে: অধিকাংশ মুফাসিসরগণ (رَحِمَهُمُ اللّٰه) বলেন: সুসংবাদ প্রদানকারী হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ভাই ইয়াহুদা ছিলো। ইয়াহুদা বললো: হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট রক্তাক্ত জামাও আমি নিয়ে গিয়েছিলাম, আমিই বলেছিলাম যে, হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে নেকড়ারা খেয়ে ফেলেছে, আমিই তাঁকে দুঃখিত করেছিলাম, তাই আজ জামাটিও আমিই নিয়ে যাবো এবং হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর বেঁচে থাকার সংবাদ আমিই শুনাবো। সুতরাং ইয়াহুদা জামাটি নিয়ে ৮০ ফরসং (অর্থাৎ ২৪০ মাইল) দৌড়ে এসেছিলো। ইয়াহুদা যখন হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর জামা হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর চেহারায় লাগালো তখন সাথেসাথেই তাঁর চোখ ভাল হয়ে গেলো এবং দূর্বলতার পর শক্তি ও দুঃখের পর খুশি ফিরে এলো, অতঃপর হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: আমি তোমাদের বলেছিলাম না যে, আমি **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে সেই বিষয় জানি, যা তোমরা জানো না যে, হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام জীবিত আছে এবং **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আবারো মিলিত

করবেন। (তাফসীরে কবীর, ইউসুফ, ৯৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৫০৮। জালালাইন, ইউসুফ, ৯৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৮০। সীরাতুল জিনান, ৫/৫৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام স্বয়ং নবী ছিলেন, তিনি আরেক নবী নিজের পিতা হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর চোখের রোগের জন্য তাবাররুক স্বরূপ নিজের জামা পাঠালেন এবং সেই জামা তাঁর চেহারায় লাগানো হলো তখন **আল্লাহ পাক** তাঁকে চোখের রোগ থেকে আরোগ্য দান করলেন। এথেকে জানা গেলো! বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কযুক্ত জিনিসকে তাবাররুক মনে করা এবং তা থেকে বরকত গ্রহণ করা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পদ্ধতি ছিলো আর এই ঘটনাটি কোরআনে পাকে আলোচনা করা, এই বিষয়ের ঘোষণা যে, তাবাররুক দ্বারা উপকার হয়ে থাকে। আসুন! সম্পর্কের বরকত সম্বলিত আরেকটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করি। যেমনিভাবে-

অনাবৃষ্টি থেকে মুক্তি অর্জিত হলো!

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা অনাবৃষ্টি দেখা দিলো, লোকেরা অনেক দোয়া করা সত্ত্বেও বৃষ্টি হচ্ছিলো না। অতএব হযরত সায়্যিদুনা বাবা নিজামুদ্দিন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর কাপড়ের একটি সুঁতা হাতে নিয়ে আরয করলেন: **হে আল্লাহ পাক!** এটা সেই মহিলার আঁচলের সুঁতা! যেই মহিলার উপর কখনও কোন পুরুষের দৃষ্টি পড়েনি। **হে আমার মাওলা!** এই সুঁতার ওসীলায় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো! তখনও দোয়া শেষ হয়নি, রহমতের মেঘ ছেয়ে গেলো এবং রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। (আখবারুল আখইয়ার, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

তাবাররুকের উপকারীতা

হে আশিকানে আউলিয়া! আপনারা শুনলেন যে, বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن শরীরের সাথে সম্পর্কিত পোশাকের একটি সুঁতারও কিরূপ শান যে, তা হাতে রেখে করা প্রার্থনা কবুল হয়ে গেছে। যেই **আল্লাহ পাক** সকল বরকতে মালিক, সেই **আল্লাহ পাক তাঁর** ঐসকল নেককার বান্দাদেরকে দুনিয়ায় এমন বরকত দ্বারা ধন্য করেন, যেসকল জিনিস এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়, তাও বরকতময় হয়ে যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام, সাহাবয়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সাথে সম্পর্কিত জিনিস অনেক বরকতময় এবং ফয়েয প্রদানকারী হয়ে থাকে, অর্থাৎ সম্মানিত তাবাররুকের আদব ও সম্মানকারী সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূলের এই তাবাররুক দ্বারা অনেক ফয়েয অর্জিত হয়।

আসুন! শুনি তাবাররুক দ্বারা উদ্দেশ্য কি? যেমনিভাবে-

তাবাররুক কাকে বলে...?

তাবাররুক দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ঐসকল জিনিস যা বরকত হিসেবে রাখা হয়। (তাবাররুকাত কা সবুত, ২ পৃষ্ঠা) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারকের সাথে স্পর্শ হওয়া এবং সম্পর্কিত প্রতিটি জিনিসও বরকতময়, অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর মুবারক শরীরের সাথে স্পর্শ হওয়া (এবং সম্পর্কিত) প্রতিটি জিনিসই বরকতময় এবং সম্মানের উপযুক্ত। (তাবাররুকাত কা সবুত, ৪ পৃষ্ঠা) সুতরাং আমাদের ঐসকল জিনিসের আদব ও সম্মান করা উচিৎ, যা বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়। তাঁদের মুয়ে মুবারক (চুল), জামা, জুব্বা, চাদর, পেয়ালা, তাঁদের উচ্ছিষ্ট, মোটকথা! তাঁদের সাথে সম্পর্কিত কোন খড় হোক বা পোশাকের সুঁতা, এর আদব ও সম্মান করাতেও اِنْ شَآءَ الله বরকত নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফয়েয পাওয়ার জন্য পরিপূর্ণ আস্থা রাখা শর্ত!

হে আশিকানে রাসূল! তাবাররুক থেকে ফয়েয পাওয়ার জন্য বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া উচিৎ, বিশ্বাস যেনো নড়বড়ে না হয়, যেমন; এরূপ ভাবা যে, অমুক বুযুর্গ থেকে বা অমুক অলীর মাযারে উপস্থিত হলে জানিনা উপকার হবে কিনা, মুয়ে মুবারক (চুল) থেকে বরকত অর্জিত হয় নাকি হয়না, যমযম শরীফ পান করাতে রোগ দূর হবে কি নাকি হবে না? তাবীয দ্বারা বিপদ দূর হয় নাকি হয়না, দম করাতে উপকার হয় কিনা ইত্যাদি। এমনিভাবে নড়বড়ে এবং অদ্ভুদ মানসিকতায় কোন

ওযীফা বা তাবীয উপকৃত করে না। বিশ্বাস যতই দৃঢ় হবে, **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় আশা করা যায় যে, ফয়েযও সেরূপ বেশি হবে, কেননা ফয়েয অর্জনের জন্য বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া শর্ত।

এখানে এই মাসআলা মনের মাঝে গেঁথে নিন, যে শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনেই ওযীফা আদায় করে তবে এতে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। সুতরাং ওযীফা সমূহ শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্যই আদায় করুন এবং এর ওসীলায় **আল্লাহ পাকে**র দরবারে নিজের কাজ পূর্ণ হওয়ার জন্যও দেয়া করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! তাবাররুকাত থেকে বরকত অর্জন হয়, কষ্ট নিবারন হয় এবং বিপদ দূর হয় এই আক্বীদা পোষণ করা কোন খারাপ বা নতুন বিষয় নয়, কেননা কোরআনে পাকের অসংখ্য আয়াতে মুবারাকায় তাবাররুকাতের গুরুত্ব এবং পূববর্তী উম্মতের তাবাররুকাত দ্বারা ফয়েয অর্জন করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। **"তাবুতে সকীনা** (ঐ বরকতময় সিন্দুক, যাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর তাবাররুকাত রাখা হতো) থেকে বনী ইসরাঈলের বরকত অর্জন করা, **মেহরাবে মরিয়মে** হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর দোয়া প্রার্থনা করা এবং তা কবুল হওয়া" তাবাররুকাতের বরকত অর্জনের এগুলো ঐ ঘটনাবলী যা কোরআনে পাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আসুন! তাবাররুকাতের বরকত অর্জন সম্পর্কিত একটি কোরআনি ঘটনা শ্রবন করি:

মকামে ইব্রাহিম থেকে তাবাররুক

মকামে ইব্রাহিম ঐ মুবারক পাথর, যাতে **আল্লাহ পাকে**র নবী হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর কদম মুবারক রেখেছিলেন, তখন যতটুকু অংশ তাঁর কদমের নিচে এলো তা গলে গিয়ে মাটির ন্যায় নরম হয়ে গেলো, এমনকি হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর কদম মুবারক তাতে গেঁথে গেলো অতঃপর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যখন কদম উঠালেন তখন **আল্লাহ পাক** আবারো এই টুকরোতে পাথরের কঠিনত্ব সৃষ্টি করে দিলেন আর সেই কদমের চিহ্ন তাতে

সংরক্ষিত রয়ে গেলো। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৩৯৮) **আল্লাহ পাক** কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানকে মকামে ইব্রাহিমের সম্মান করা এবং এর নৈকট্য অর্জন ও এর নিকটে নামায পড়ার আদেশ পূর্বক ইরশাদ করেছেন। যেমনটি **আল্লাহ পাক ১ম** পারায় সূরা বাকারার **১২৫** নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর (বললাম), 'ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মকামে ইব্রাহিম হলো সেই পাথর, যাতে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন, তাও হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বরকতে **আল্লাহ পাকের** নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন হয়ে গেলো এবং এর সম্মান এমন আবশ্যক হয়ে গেলো যে, তাওয়াফের নফল এর সামনে দাঁড়িয়ে পড়া সুন্নাত হয়ে গেলো। যখন বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কদম পরার কারণে সাফা ও মারওয়া এবং মকামে ইব্রাহিম **আল্লাহ পাকের** নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন হয়ে গেলো এবং সম্মানের উপযুক্ত হয়ে গেলো তখন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মাযার, যাতে এই মনিষীরা স্থায়ীভাবে (দীর্ঘসময় ধরে) অবস্থান (আরাম) করছেন, নিশ্চয় তাও **আল্লাহ পাকের** নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন এবং এর সম্মান করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক।

(ইলমুল কোরআন, ৪৮ পৃষ্ঠা)

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াতে মুবারাকা থেকে জানা গেলো! যে পাথরের নবীর কদম চুম্বন করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়, তা মহত্ববান হয়ে যায়। এটাও জানা গেলো! যখন পাথর, নবীর কদম মুবারক লাগাতে মহত্ববান হয়ে যায় তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীগণ, আহলে বাইত এবং সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মহত্ব সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখেনা। সুতরাং এর দ্বারা তাবাররুকাতের সম্মানেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। (সীরাতুল জিনান, ১/২০৫)

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "সাপ্তাহিক মাদানী হালকা"

হে আশিকানে আউলিয়া! আসলেই যেসকল জিনিসই **আল্লাহ পাকে**র নেককার লোকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়, তা বরকতময় হয়ে যায়। সুতরাং **আল্লাহ** ওয়ালাদের দয়াময় আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, তাবাররুকাতের আদব করুন, এর সম্মান বজায় রাখুন, এর সাথে বেআদবী করা থেকে **আল্লাহ পাকে**র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন এবং এই মাদানী মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণকারী হয়ে যান। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"সাপ্তাহিক মাদানী হালকা"**। যার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাভাষির বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ব্যবসায়িদের জন্য এলাকা পর্যায়ে সাপ্তাহিক মাদানী হালকার ব্যবস্থা করা হয়, ছোট শহরগুলোতে বা এমন স্থানে যেখানে কোন কারণে সাপ্তাহিক ইজতিমা এখনো শুরু হয়নি, সেখানে সাপ্তাহিক মাদানী হালকা বা মসজিদ ইজতিমার ব্যবস্থা করা হয়। সাপ্তাহিক মাদানী হালকার জাদুয়ালে তিলাওয়াত, নাত শরীফ, সুন্নাতে ভরা বয়ান, দোয়া এবং দরূদ ও সালামও অন্তর্ভূক্ত। যেকোন শহরে বা এলাকায় একের অধিক সাপ্তাহিক মাদানী হালকা আলাদা আলাদা দিনে এবং বিভিন্ন স্থানে করা যেতে পারে। আপনিও দ্বীনি কাজে অগ্রগতির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সঙ্গ দিন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মাদানী পরিবেশের বরকতে অনেক পথহারা লোকের সংশোধন হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনের জন্য একটি ঘটনা শ্রবণ করি। যেমনিভাবে-

রহমতের বর্ষন

ফরিদ টাউন (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গুনাহের অন্ধকার গর্তে নিমজ্জিত ছিলো। দুনিয়ার রঙ তামাশায় এতই মগ্ন ছিলো যে, না নামাযের হুঁশ ছিলো আর না কবর ও আখিরাতের কোন চিন্তা। ব্যস দুনিয়া অর্জন করাই ছিলো জীবনের উদ্দেশ্য। এভাবে জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো দুনিয়া অর্জনের জন্য নষ্ট হতে থাকে। **আল্লাহ পাক** আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে**

ইসলামীকে নিরাপদ রাখুক এবং একে উন্নতি দান করুক, কেননা এই সংগঠনের বরকতে লাখ লাখ মুসলমান নেকীর পথে পরিচালিত হচ্ছে। হলো কি! একদিন **আল্লাহ পাকে**র প্রদত্ত তৌফিকে নামাযের জন্য সে মসজিদে গেলো। নামায আদায় করার পর তার মসজিদে হওয়া মাদানী দরসে (ফয়যানে সুন্নাতের দরস) বসার সৌভাগ্য হলো। দরস ভাল লাগলো, শেষে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার উৎসাহ প্রদান করা হলো, সেও ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করলো এবং নির্দিষ্ট সময়ে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলো। যেখানে একটি নতুন পরিবেশে বিদ্যমান ছিলো, চারিদিকে সুন্নাতের বসন্ত বিরাজ করছিলো, একটি মোহনীয় পরিবেশ ছিলো, হৃদয়গ্রাহী বয়ান এবং ভাবগাম্ভির্য পূর্ণ দোয়া তার অন্তরের দুনিয়াই পাল্টে দিলো। সে নিজের পূর্ববর্তি গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ, বাবরী চুল এবং চেহারায় দাড়ি সাজিয়ে নিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কু-ধারণা থেকে বিরত থাকুন!

হে আশিকানে গউসে আযম! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এবং **আল্লাহ পাকে**র নেককার বান্দাদের বরকতময় জিনিস নেয়াতে অন্তরে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়, অন্তরে বিভিন্ন কুমন্ত্রণাকে স্থান দিয়ে, পরীক্ষা নেয়ার ইচ্ছা পোষণকারীরা অনেক সময় সাথেসাথে শাস্তি পেয়ে যায়। আসুন! এই বিষয়টি একটি ঘটনা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করি। যেমনিভাবে-

আল্লাহ পাকের একজন অলীর খেদমতে যুগের বাদশাহ উপস্থিত হলো। তাঁর নিকট কিছু আপেল কারো পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ এসেছিলো। তিনি একটি আপেল বাদশাহকে দিলেন এবং বললেন: খাও। বাদশাহ আরয করলেন: আপনিও খান। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও খেলেন এবং বাদশাহও খেলো। তখন বাদশাহের মনে খেয়াল এলো যে, এখানে সবচেয়ে বড় সুন্দর যে আপেলটি রয়েছে, যদি নিজের হাতে উঠিয়ে আমাকে দেয়, তবে আমি বুঝবো যে, তিনি একজন অলী। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই আপেলটি উঠিয়ে বললেন: আমরা মিশর গিয়েছিলাম, সেখানে একটি

জায়গায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলো, দেখলাম যে, এক লোকের নিকট একটি গাধা এবং গাধার চোখে কাপড় বাঁধা। এক ব্যক্তির একটি জিনিস অন্যের নিকট রেখে দেয়া হতো। সেই গাধাকে জিজ্ঞাসা করা হতো, গাধা পুরো মজলিশ ঘুরতো, যার নিকট থাকতো, গিয়ে মাথা লাগিয়ে দিতো। অতঃপর সেই **আল্লাহ পাকে**র অলী বলতে লাগলেন: এই ঘটনাটি আমি এই জন্যই বললাম যে, যদি এই আপেলটি না দিই তবে আমি অলী নই আর যদি দিই তবে আমি সেই গাধার চেয়ে বেশি দেখালাম? একথা বলে আপেলটি বাদশাহর দিকে ছুঁড়ে মারলেন। (কু-ধারণা, ৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন! এই ঘটনায় আমাদের জন্যও শিখার অনেক কিছুই রয়েছে, সর্বদা অন্যের ব্যাপারে ভাল ধারণা করা উচিৎ, যদি কোন **আল্লাহ পাকে**র নেক বান্দা অলী হিসেবে প্রসিদ্ধ হন তবু তাঁর পরীক্ষা নেয়া থেকে বিরত থাকা উচিৎ এবং সর্বদা ভাল ধারণা রাখা উচিৎ।

অনুরূপভাবে তাবাররুকের ব্যাপারে সন্দেহ করা উচিৎ নয়, তবে এটা মনে রাখবেন! অলী শরীয়তের অনুসারী হয়ে থাকে। যদি লম্বা লম্বা বেনি সমৃদ্ধ, অনেকগুলো আংটি পরিহিত, বেনামাযী ব্যক্তিকে আমরা কোন মাযারের বাইরে দেখি, তবে সে অলী কিভাবে হতে পারে? এটাও মনে রাখবেন! অলী **"আলিম"** হয়ে থাকে। আপনারা দাতা সাহেব, খাজা সাহেব, গউসে পাক (رَحِمَهُمُ اللهُ) বরং যেকোন প্রসিদ্ধ বুযুর্গের জীবনি পাঠ করুন না কেন তবে সকলেরই জীবনিতে এটাই পাবেন যে, তাঁদের জীবনের প্রাথমিক অংশ ইলমে দ্বীন অর্জনেই কেটেছে।

মনে রাখবেন! সু-ধারণা রাখাতে উপকারীতাই উপকারীতা আর কু-ধারণায় ক্ষতিই ক্ষতি। আফসোস! বর্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে একটি অংশ রয়েছে, যারা সু-ধারণা রাখার পরিবর্তে কু-ধারণার প্রতি বেশি ধাবিত হয়ে থাকে। কথায় কথায় কু-ধারণার দৃশ্য ব্যাপক আকার ধারন করেছে। কাউকে ফোন করলো আর সে যদি রিসিভ না করে তবে কু-ধারণা, ছেলের মনযোগ মায়ের থেকে কমে গেছে তবে সাথে সাথেই বউয়ের প্রতি কু-ধারণা, কোন ভাল চাকরী চলে গেলো তবে অফিসের কোন ব্যক্তির প্রতি কু-ধারণা, ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে গেলো তবে নিকটস্ত দোকানদারের প্রতি কু-ধারণা, নিজের দূর্বল কার্যবিবরনী বা কোন সাংগঠনিক পলিসির কারণে সাংগঠনিক দায়িত্ব চলে গেলো বা পরিবর্তন হয়ে গেলে তবে দায়িত্বশীলদের প্রতি কু-ধারণা,

নাত মাহফিলের ব্যবস্থাপনায় কোন দূর্বলতা হলে তবে আয়োজকদের প্রতি কু-ধারণা, নাতের অনুষ্ঠানে কোন ব্যক্তি ইশকে রাসূলে দুলছে বা নিজের গুনাহকে স্মরণ করে কান্না করছে, তবে কু-ধারণা, কোন বুযুর্গ বা পীর তাঁর মুরীদদের উৎসাহ দেয়ার জন্য বা নেয়ামতের বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে নিজের কোন ঘটনা বর্ণনা করলো তবে তাঁর প্রতি কু-ধারণা, যার থেকে ঋণ নিয়েছে এবং তার সাথে যোগাযোগ হচ্ছে না বা যার থেকে মাল বুকিং করিয়েছে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না তবে কু-ধারণা, কেউ সময় দিয়েছে এবং আসতে দেরী হয়ে গেলো তবে কু-ধারণা, কারো নিকট কিছুদিনের মধ্যেই গাড়ী, সুন্দর বাড়ি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এসে গেলো তবে কু-ধারণা,। মোটকথা! আমাদের সমাজ বর্তমানে কু-ধারণার ভয়ঙ্কর আপদে ঝড়িয়ে গেছে।

মনে রাখবেন! কু-ধারণা অন্যান্য আরো অনেক গুনাহে লিপ্ত করে দেয়, ✲ কু-ধারণা অন্যের দোষ অন্বেষনে লাগিয়ে দেয়, ✲ কু-ধারণা হিংসায় উদ্ভুদ্ধ করে, ✲ কু-ধারণা গীবত করায়, ✲ কু-ধারণা অন্তরে ঘৃণার বীজ বপন করে, ✲ কু-ধারণা পরস্পরের মাজে ভালবাসা মিটিয়ে আরো দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়, ✲ কু-ধারণা সদাচরন করা থেকে বঞ্চিত করে দেয়, ✲ কু-ধারণা বান্দাকে অসৎ চরিত্রবান বানিয়ে দেয়, ✲ কু-ধারণা অপবাদ লাগাতে উদ্ভুদ্ধ করে, ✲ মোটকথা কু-ধারণা দুনিয়া ও আখিরাতে অপমানিত করে। সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে কু-ধারণা করার পরিবর্তে সু-ধারণা করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ✲ সু-ধারণা উত্তম ইবাদত, ✲ সু-ধারণা গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, ✲ সু-ধারণা পোষণ করা ঈমানের দাবীর অন্যতম, ✲ সু-ধারণা ঈমানের অংশ, ✲ সু-ধারণা নেককার লোকের অভ্যাস, ✲ সু-ধারণা বান্দাকে সাওয়াবের অধিকারী বানিয়ে দেয়, ✲ সু-ধারণা অপরের সম্মানের হিফাযত করা শিখায়, ✲ সু-ধারণা দ্বারা প্রশান্তি নসীব হয়, ✲ সু-ধারণা বান্দাকে শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচায়, ✲ সু-ধারণা ঈমানকে শক্তিশালী করে, ✲ সু-ধারণা অন্তর এবং রূহকে পবিত্র করে, ✲ সু-ধারণা বান্দাকে নেককার বানায়, ✲ সু-ধারণা দ্বারা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

একবার **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাবা শরীফকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: তুমি স্বয়ং এবং তোমার পবিবেশ কত উত্তম? তুমি কত মহত্বান

এবং তোমার সম্মান কত মহান? সেই পবিত্র সত্বার শপথ! **যাঁর** কুদরতের আয়ত্বে আমি **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রাণ! **আল্লাহ পাকের** নিকট মুমিনের প্রাণ ও সম্পদ এবং তাদের প্রতি সু-ধারণা পোষণ করার মর্যাদা, তোমার মর্যাদার চেয়েও বেশি। **(ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল ফিতন, ৪/৩১৯, হাদীস নং-৩৯৩২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাবাররুক

হে আশিকানে আউলিয়া! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই বিষয়টি ভালভাবে জানতেন যে, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা থেকে পা পর্যন্ত রহমত ও বরকত, যে জিনিসই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায় সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা বরকতময় মনে করতেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বিভিন্নভাবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বরকত লাভের চেষ্টা করতেন। বরকত লাভের জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর স্পর্শ করতেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অযুর অবশিষ্ট পানিকে বরকতময় পানি মনে করতেন এবং তা দ্বারা বরকত অর্জন করতেন, যে পানি দ্বারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মুবারক হাত ধৌত করতেন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা নিজেদের চেহারায় এবং শরীরে বরকত লাভের আশায় মালিশ করে নিতেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবশিষ্ট খাবার থেকে বরকত অর্জন করতেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘাম মুবারক, থুথু মুবারক, চুল মুবারক, আংটি মুবারক, বিছানা মুবারক, পোশাক মুবারক, খাট মুবারক এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যবহার্য চাঠাই মুবারক দ্বারাও বরকত অর্জন করতেন, মোটকথা! ঐসকল জিনিস যা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সামান্য সম্পর্কও রয়েছে তা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজেদের জন্য বরকত অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিতেন। হাদীসে মুবারাকায় এরূপ ডজন ডজন এরূপ ঘটনা বিদ্যমান। আসুন! বরকত লাভের জন্য তিনটি ঘটনা শ্রবন করি।

(১) বর্ণিত আছে: প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জামা এবং পবিত্র নখের কিছু টুকরো সংরক্ষিত ছিলো। যখন তাঁর ওফাতের সময় হলো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অসীয়ত

করলেন যে, আমাকে সেই জামা দ্বারা কাফন দিবে, যা **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে দান করেছিলেন এবং সেই মুবারক জামা আমার শরীরে ভালভাবে জড়িয়ে দিবে। আর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক নখ সম্পর্কে অসীয়ত করেন যে, ছোট ছোট করে চোখে এবং মুখে রেখে দিবে। এরপর তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এই কাজ অবশ্যই করবে এবং আমাকে সবচেয়ে বেশি দয়ালূ **আল্লাহ পাকে**র নিকট সমর্পণ করে দিবে।

(আসাদুল গাবাতি ফি মারিফাতিস সাহাবাতি, বাবু মীম ও লীন, ৫/২২৩)

(২) মুসলিম শরীফে রয়েছে: আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহজাদী হযরত আসমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি জুব্বা ছিলো। একবার তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا সেই জুব্বা বের করলেন এবং বললেন: এই জুব্বা **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর, **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটি পরিধান করতেন, এখন এটি আমি রোগের জন্য ধৌত করি এবং এর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করি। **(মুসলিম, কিতাবুল লিবাস ওয়াল জিনাতি, ৮৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৬৯)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন লোকেরা এর যিয়ারত করতে আসতো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এটা বলে যিয়ারত করাতেন যে, এটি **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী ওফাতের পূর্বে পরিধান করতেন, যা দ্বারা জানা গেলো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পোশাকের যিয়ারত করা সাহাবাদের সুন্নাত, যেমনটি আজকাল চুল মুবারকের যিয়ারত করানো হয়। জানা গেলো! বুযুর্গদের তাবাররুকের যিয়ারত করা, তাঁদের পোশাক ধৌত করে অসুস্থদের পান করানো সাহাবাদের সুন্নাত, এতে আরোগ্য লাভ হয়। যমযমের পানি হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পায়ের গোড়লীর আঘাতে সৃষ্টি হয়েছিলো, সকল রোগের জন্য এটা শেফা স্বরূপ। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৯৮)** অনেকে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর খেদমতে তাবাররুকের যিয়ারতের জন্য আসতেন, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাদের যিয়ারত করাতেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৯১)**

(৩) মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে: হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই পাত্র থেকে প্রত্যেক ধরনের শরবত, মধু, নবীয (তাজা ফলের রস), পানি এবং দুধ পান করিয়েছেন।

(মুসলিম, কিতাবুল আশরাবাতি, ৮৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০০৮)

হকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হাতে একটি কাঠের পাত্র ছিলো, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ লোকদেরকে দেখিয়ে বললেন: এই পাত্র থেকে আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অনেক ধরনের শরবত এবং দুধ পান করিয়েছি অর্থাৎ এই পাত্র খুবই বরকতময়, কেননা তাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত ঠোঁট অনেকবার লেগেছে। জানা গেলো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যবহৃত পাত্র সমূহ বরকতের জন্য নিজের নিকট রাখতেন এবং মানুষদেরকে এর যিয়ারত করাতেন।

মসনবী শরীফে রয়েছে: হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঘরে সেই কাপড়ের দস্তরখানা ছিলো, যা দ্বারা **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাত ও মুখ পরিষ্কার করতেন, যখন তা অপরিষ্কার হয়ে যেতো, তখন তা আগুনে নিক্ষেপ করতেন, ময়লা পরিষ্কার হয়ে যেতো আর কাপড়ের কিছুই হতো না। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৮১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! জানা গেলো! সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আক্বীদা ছিলো যে, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাবাররুকে বরকতই বরকত ছিলো। আমাদেরও এরূপ আক্বীদা পোষণ করা উচিৎ এবং বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কিত তাবাররুক যেমন; তাদের পোশাক, ব্যবহার্য জিনিস, থাকার স্থান, ইবাদতের স্থান, মোটকথা! তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেকোন জিনিসই হোক না কেন, আমাদের এর আদব ও সম্মান করা উচিৎ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে আরোগ্য লাভ হয়, নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে ফয়েয অর্জন করা আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام পদ্ধতি। নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে রিযিকে প্রশস্ততা নসীব হয়। নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে প্রশান্তি অনুভূত হয়। নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে ফয়েয অর্জন করা সাহাবাদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পদ্ধতি ছিলো। নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে দুনিয়া ও আখিরাতে গ্লানি দূর হয়।

নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে দোয়া কবুল হয়, নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে অসুস্থতা দূর হয়, নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে গুনাহ ক্ষমা হয়, এবং নেককার লোকের তাবাররুকের আদব ও সম্মানের কারণে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া লোকেরা হেদায়ত পায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাবাররুকের যিয়ারত দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি অনুভূত হয়, তাবাররুকের যিয়ারত দ্বারা চোখের শীতলতা নসীব হয়, তাবাররুকের যিয়ারতের সময় দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, তাবাররুকের যিয়ারত দ্বারা **আল্লাহ পাকে**র রহমত নসীব হয়, তাবাররুকের যিয়ারত দ্বারা মুখে **আল্লাহ**র যিকির শুরু হয়ে যায়। তাবাররুকের যিয়ারত দ্বারা নেকী করার প্রেরণা নসীব হয়। এসম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবন করি। যেমনিভাবে-

তাবাররুকের আদবের বরকত

হযরত আবু আলী রোজবারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বোন ফাতিমা বিনতে আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বলেন: বাগদাদ শহরে কিছু যুবক তাদের মধ্য থেকে একজনকে কোন প্রয়োজনে প্রেরণ করে, সে ফিরে আসতে দেরী করলো, তারা রাগ করতে লাগলো, তখনই সে একটি তরমুজ নিয়ে হাসিখুশি ফিরে এলো। যুবকরা জিজ্ঞাসা করলো: একে তো তুমি দেরীতে এসেছো, আবার হাসছো? ছেলেটি বললো: আমি তোমাদের জন্য একটি আশ্চার্যজনক জিনিস নিয়ে এসেছি। সবাই জিজ্ঞাসা করলো: তা কি? ছেলেটি তার হাতের তরমুজটি তাদের দিলো এবং বললো: এই তরমুজের উপর হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাত রেখেছে, তাই আমি এটি বিশ দিরহাম দিয়ে কিনে এনেছি। তার কথা শুনে সবাই তরমুজটিকে চুম্বন করতে লাগলো এবং নিজ নিজ চোখে লাগালো। তাদরে মধ্যে একজন বললো: হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কোন বিষয়টি এই পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে? কেউ একজন বললো: তাকওয়া। প্রশ্নকারী বললো: আমি তোমাদের স্বাক্ষ্য বানিয়ে **আল্লাহ পাকে**র নিকট তাওবা করছি, এরপর সবাই তার ন্যায় তাওবা করলো অতঃপর সবাই তরতুস নামক শহরে চলে গেলো এবং সেখানে শাহাদতের মর্যাদা পেলো। **(রিয়াযুর রিয়াহীন, ২১৮ পৃষ্ঠা)**

ভক্তদেরও ক্ষমা

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর কিতাব **"নামাযের আহকাম"** এর ২৪৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেন: হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ইন্তিকালের পর কাসিম বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه স্বপ্নে তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরন করেছেন? উত্তরে বললেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন: "হে বিশর! শুধু তোমাকে নয় বরং তোমার জানাযায় অংশগ্রহণকারী সবাইকেও আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।" তখন আমি আরয করলাম: **হে মালিক!** আমাকে যারা ভালবাসে তাদেরকেও ক্ষমা করে দাও। তখন **আল্লাহ পাকে**র দয়ার সাগরে জোয়ার আসলো আর ইরশাদ করলেন: কিয়ামত পর্যন্ত যারা তোমাকে ভালবাসবে, তাদের সবাইকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।

(শরহুস সুদূর, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! ভাবুন তো! হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর হাত স্পর্শ হওয়া তরমুজকে আদব করার কারণে সেই যুবকদের অন্তরের দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেলো, তারা গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং শাহাদতের মহান মর্যাদায় অধিষ্টিত হলো, এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই! যদি বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কযুক্ত জিনিসের মন থেকে সম্মান করা হয় তবে বান্দা দ্বীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্য ধন্য হতে পারে। আজও যখন মসজিদে, মিলাদের মাহফিলে এবং অন্যান্য স্থানে তাবাররুকের যিয়ারত করানো হয় তখন লোকেরা ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে এতে অংশগ্রহণ করে এবং নিজেদের চোখকে আলোকিত করে। আর এভাবেই মানুষের মাঝে দ্বীনের প্রতি আমল করার প্রেরণা নসীব হয় এবং লোকেরা নেক কাজের প্রতি ধাবিত হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাবাররুককে অবজ্ঞা করার শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে তাবাররুকের আদব ও সম্মান করাতে অনেক উপকার লাভ হয় এবং বরকত নসীব হয়, তেমনিভাবে যদি এর সম্মান করা না হয় এবং এর প্রতি বেআদবী ও অবজ্ঞা করা হয় তবে অনেক সময় দুনিয়াতেই এর শাস্তিও পেয়ে যায়। এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরন হলো **তাবুতে সকীনা**,

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"আজায়িবুল কোরআন মাআ গারাইবুল কোরআন"** এর ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: (তাবুতে সকীনা) শামশাদ গাছের একটি সিন্দুক ছিলো, যা হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট অবতীর্ণ হয়, যা সারা জীবন তাঁর নিকট ছিলো, অতঃপর ওয়ারিশ সুত্রে বংশ পরিক্রমায় তাঁর সন্তানরা পেতে থাকে, এটি খুবই সম্মানিত ও বরকতময় সিন্দুক (Box) ছিলো। বনী ইসরাঈলে যখন কোন মতানৈক্য সৃষ্টি হতো তখন লোকেরা এই সিন্দুক দ্বারা ফয়সালা করতো, সিন্দুক থেকে ফয়সালার আওয়াজ এবং বিজয়ের সুসংবাদ শুনানো হতো, বনী ইসরাঈলরা এই সিন্দুককে ওসীলা বানিয়ে দোয়া প্রার্থনা করতো, তখন তাদের দোয়া কবুল হতো। বালা মুসিবত এবং রোগ বালাইয়ের আপদ দূর হয়ে যেতো, মোটকথা এই সিন্দুক বনী ইসরাঈলের জন্য তাবুতে সকীনা (প্রশান্তির সিন্দুক), বরকত ও রহমতের ভান্ডার এবং **আল্লাহ**র সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার খুবই সম্মানিত এবং অনন্য মাধ্যম ছিলো। কিন্তু যখন বনী ইসরাঈলরা বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেলো এবং সেই লোকেরা গুনাহ ও নাফরমানি আর গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেলো তখন তাদের অপকর্মের ভয়াবহতার কারণে **আল্লাহ পাক** এই আযাব অবতীর্ণ করলেন যে, আমালিকা সম্প্রদায়ের অপকর্মকারীরা একটি সৈন্য বাহিনী সহকারে তাদের উপর আক্রমন করলো, তারা বনী ইসরাঈলদের গনহারে হত্যা করে তাদের লোকালয় ধ্বংস করে দিলো। প্রাসাদ সমূহ ভেঙ্গেচুরে সম্পূর্ণ শহরকে তছনছ করে দিলো এবং বরকতময় সিন্দুকটিও নিয়ে গেলো। এই পবিত্র তাবাররুককে ময়লা আবর্জনায় ফেলে দিলো। কিন্তু এই বেআদবীর কারণে আমালিকা সম্প্রদায়ের উপর এই শাস্তি অবতীর্ণ হলো যে, তারা বিভিন্ন রোগ ও বিপদে আবদ্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আমালিকা সম্প্রদায়ের ৫টি শহর একেবারে ধ্বংস ও বিরান হয়ে যায়। এমনকি সেই

বদনসীবের বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, এগুলো সবকিছু রহমতপূর্ণ সিন্দুকের বেআদবীর শাস্তি, সুতরাং তাদের চোখ খুলে গেলো। অতএব তারা এই সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়িতে করে বনী ইসরাঈলের লোকালয়ের দিকে পাঠিয়ে দিলো।

(আজায়িবুল কোরআন, ৫২,৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা দ্বারা জানা গেলো! বুযুর্গদের তাবাররুককে অবজ্ঞা ও বেআদবী করা **আল্লাহ পাকে**র আযাবকে দাওয়াত দেয়া, কেননা আমালিকা সম্প্রদায় যখন এই বরকতময় সিন্দুকের প্রতি বেআদবী করলো তখন তাদের উপর **আল্লাহ পাকে**র আযাবের পাহাড় এমনভাবে ভেঙ্গে পরলো যে, তারা বিপদে নিক্ষেপ হয়ে গেলো এবং তারা এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, বিপদ ও রোগের আক্রমন এই বরকতময় সিন্দুকের প্রতি বেআদবীর কারণেই এসেছে। সুতরাং তাই তারা এই সম্মানিত সিন্দুকটি গরুর গাড়িতে রেখে বনী ইসরাঈলের লোকালয়ের দিকে পাঠিয়ে দিলো, যাতে তারা **আল্লাহ পাকে**র আযাব থেকে মুক্তি পায়।

এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষাও অর্জিত হলো যে, কোন জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ পাকে**র রহমত ও নেয়ামত থেকে অংশ পেতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাঁর আনুগত্য করতে থাকে। যখন তারা **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতা এবং গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তখন দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক পেরেশানি তাদের সঙ্গী হয়ে যায়, যেমনটি বনী ইসরাঈলের সহিত হয়েছিলো যে, যতক্ষণ তারা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর অনুগত ছিলো, তাঁদের বর্ণনাকৃত বিষয়ের উপর আমল করতে থাকে এবং তাঁদের বিধানাবলীর অনুসরন করতে থাকে ততক্ষণ খুবই নিরাপত্তা ও প্রশান্তির সহিত ছিলো, কিন্তু যখনই তারা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর বর্ণনাকৃত **আল্লাহ পাকে**র বিধানাবলী থেকে বিচ্যুত হলো, অপমান এবং অপদস্ততা তাদের নিয়তি হয়ে গেলো। যদি গভীর ভাবে চিন্তা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, বর্তমানে মুসলমানদেরও এই অবস্থা বিরাজ করছে। বহুকাল ধরে মুসলমানরা দুনিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করে ছিলো এবং প্রতিটি পর্যায়ে সফলতা অর্জন করতে

থাকে। কিন্তু যখন থেকেই কোরআনে করীমের বিধানাবলী এবং এর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য এবং ইসলামী বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো তখন বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত হতে থাকে আর বর্তমানে যে অবস্থা তা সবার সম্মুখেই বিদ্যমান।

হে আশিকানে রাসূল! এখনো সময় আছে, আজকেও যদি আমরা শরীয়তের উপর আমলকারী হয়ে যাই তবে বিপদাপদ থেকে মুক্তি পেতে পারি, শরীয়তের উপর আমলের বরকতে অশান্তি দূর হয়ে যেতে পারে, শরীয়তের উপর আমলের বরকতে ঘৃণার দেয়াল ভালবাসার পরিবেশে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। যদি আমাদের সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যই হলো **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা এবং আমরা শরীয়তের বিধানাবলী থেকে মুক্তও নই আর আমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিজের সকল আমলের হিসাবও দিতে হবে, তবে তাঁর ইবাদত করা থেকে উদাসিন হয়ে যাওয়া, তাঁর বিধানাবলীকে কোন গুরুত্ব না দেয়া এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার কাজকর্মেই ব্যস্ত থাকা কিভাবে বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে?

জামেয়াতুল মদীনা অনলাইন

আসুন! নিজের জীবনকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করতে এবং শরীয়ত ও সুন্নাতের উপর আমলের মানসিকতা তৈরী করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনে মতীনের প্রায় ১০৭টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো সদা ব্যস্ত, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো "**জামেয়াতুল মদীনা অনলাইন**"। জামেয়াতুল মদীনা অনলাইনের অধীনে ৪ বছরের দরসে নিজামী করানো হয়, ক্লাসের সময়সূচী প্রতিদিন প্রায় ১ঘন্টা। অনলাইন কোর্স বিভাগের অধীনে ৩০টি কোর্স করানো হয়, যার মধ্যে কয়েকটি কোর্সের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শুনুন:

কোরআনের তাফসীরের ২ ধরনের কোর্স হয়: (১) **"তাফসীরে সীরাতুল জিনান":** যাতে সম্পূর্ণ কোরআনে করীমের তাফসীর "**তাফসীরে সীরাতুল জিনান**" পরিপূর্ণ পড়ানো হয়, এর সময়সীমা প্রায় ২৬ মাস। (২) **ফয়যানে তাফসীর:** যাতে

সম্পূর্ণ কোরআনে করীমের সংক্ষিপ্ত তাফসীর পড়ানো হয়, এর সময়সীমা প্রায় ৯২দিন। **ফয়যানে বাহারে শরীয়ত কোর্স:** এই কোর্সে আলিম বানানোর কিতাব বাহারে শরীয়ত ১২ মাসে প্রায় সম্পূর্ণ পড়ানো হয়। **ফিকাহ ও আকায়িদ কোর্স:** এই কোর্সের সময়সীমাও ১২ মাস, এতে আকীদা ও ফিকাহের বিভিন্ন কিতাব পড়ানো হয় এবং ফরয উলুম শিখানো হয়। **ফয়যানে নামায কোর্স এবং তাহারাত কোর্স:** এই দু'টি কোর্সে নামায এবং পবিত্রতার মাসআলা বিস্তারিতভাবে পড়ানো হয়। এই দু'টি কোর্সের সময়সীমা ৬৩দিন। **ফয়যানে হজ্জ ও ফয়যানে ওমরা কোর্স:** হজ্জ ও ওমরার সৌভাগ্য অর্জনকারী সৌভাগ্যবানদের জন্য অনন্য কোর্স, যাতে হজ্জ এবং ওমরার বিস্তারিত বিধানাবলী এবং পদ্ধতি শিখানো হয়, এই কোর্সের সময়সীমা প্রায় একমাস এবং প্রতিদিন ক্লাসের সময়সীমা প্রায় ৩০ মিনিট। **নও মুসলিম কোর্স:** এটি ইসলাম কবুলকারী নও মুসলিমের জন্য অনন্য কোর্স, এর সময়সীমা ৭২দিন। **সুন্নাত বিবাহ কোর্স:** বিবাহিত এবং অবিবাহিত লোকের জন্য খুবই উপকারী একটি কোর্স, যাতে বিবাহের মাসআলা, স্বামী-স্ত্রীর হক সমূহ, ঘর শান্তির নীড় কিভাবে হবে? এবং আরো অনেক কিছু এই কোর্সের সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত, এর সময়সীমা ৩০দিন।

এই কোর্সগুলো ছাড়াও আরো এই কোর্সগুলোও করানো হয়:

(১) ফয়যানে ফরয উলুম কোর্স (২) কাফন ও দাফন কোর্স (৩) ফয়যানে রমযান কোর্স (৪) ফয়যানে যাকাত কোর্স (৫) ফয়যানে তাসাউফ কোর্স (৬) আরবী গ্রামার কোর্স (৭) ফয়যানে শামায়িলে মুস্তফা কোর্স এবং (৮) আহকামে কোরবানী কোর্স ইত্যাদি। এর মধ্যে অধিকাংশ কোর্সের ক্লাসের সময়সীমা ৩০মিনিট এবং কিছু ১ঘন্টা। ইলমে দ্বীন অর্জনের আকাঙ্ক্ষী আশিকানে রাসূলের জন্য এই কোর্স গুলোর মাধ্যমে ইলমে দ্বীন অর্জনের সোনালী সুযোগ। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এর ডিপার্টমেন্ট (Department) অপশনে (Option) গিয়ে জামেয়াতুল মদীনা অনলাইন থেকে এর ভর্তি ফরম পূরন করুন এবং ইলমে দ্বীনের ভান্ডার অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাগড়ী পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"১৬৩ মাদানী ফুল"** রিসালা থেকে পাগড়ী পরিধানের কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) ইরশাদ হচ্ছে: পাগড়ী সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সত্তর (৭০) রাকাত (নামায) থেকে উত্তম।" (ফিরদৌসুল আখবার, ২/২৬৫, হাদীস নং- ৩২৩৩) (২) পাগড়ী আরবের মুকুট স্বরূপ, তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। (কানযুল উম্মাল, ১৫/১৩৩, নম্বর- ৪১১৩৮) ✯ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"বাহারে শরীয়ত"** কিতাবের ৩য় খন্ডের ৬৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: পাগড়ী দাঁড়িয়ে আর পায়জামা বসে পরিধান করুন, যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করবে এবং বসে বসে পাগড়ী বাঁধবে) সে এমন রোগে আক্রান্ত হবে যার কোন ঔষধ নেই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

পাগড়ী পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা শুনার জন্য তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)